পতাকা বৈঠকে ছাড়া পেলেন বাংলাদেশ-ভারতের ৩ নাগরিক

মেহেরপুরের ইসাখালী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশে আটক উভয় দেশের তিন নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালী সীমান্ত এলাকা থেকে আব্দুল মান্নান (৭০) নামের এক বাংলাদেশি কৃষককে ধরে নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এ ঘটনার প্রতিবাদে সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে স্থানীয় গ্রামবাসী। পরে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে উভয় দেশের আটক তিন নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানায়, আব্দুল মান্নান দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তসংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমিতে কাঁচা মরিচসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করে আসছেন।

মঙ্গলবার সকালে নিজের মরিচ খেতে কীটনাশক স্প্রে করতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে নিয়ে আসে স্থানীয়রা।

আব্দুল মান্নান ইছাখালী মসজিদপাড়ার মৃত নূর বক্সের ছেলে।

আর আটক দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন—সচিন কর্মকার ও নারায়ণ দেব।

আব্দুল মান্নানের নাতি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জানান, দাদাকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাকে ছেড়ে না দেওয়ায় স্থানীয়রা দুই ভারতীয় কৃষককে ধরে নিয়ে আসে। পরে বিষয়টি সমাধানে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আটকদের ছেড়ে দিয়েছে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ইছাখালী বিজিবি বিওপির

ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবু হানিফ এবং বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন নব চন্দ্রপুর কম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর রাজীব কুমার।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬বিজিবি)এর অধীনস্থ দর্শনা আইসিপি দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত মেইন পিলারের ৭৬ এর নিকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে বিষায়োক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সাক্ষাতে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৬-বিজিবি এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান পদাতিক, উপ-অধিনায়ক মেজর তোয়াসীন হাবীব হাসান ও এডি মোঃ রাজ মামুহুদ সাথে ০৬ জন এবং প্রতিপক্ষে ৩২ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের সীমা নগর এর কমান্ডেন্ট সুজিত কুমারের নেতৃত্বে ৬ জন বিএসএফ অংশ নেয়।

এ সৌজন্য সাক্ষাৎকারে সর্বপ্রথম উভয়পক্ষের কুশলাদি বিনিময় করেন পরবর্তীতে উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে উভয় দেশের সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা, সীমান্তে কোন প্রকার হত্যা জনিত ঘটনা না ঘটে, সীমান্তে টহল তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সীমান্ত এলাকায় সিভিল জনসাধারণের উপর অনাকাঙ্খিত ফায়ার না করা, এতে বিএসএফ কমান্ডার এক মত পোষণ করেন, আসন্ন নির্বাচনে যাতে কোনো প্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ

করতে না পারে সেজন্য উভয় দেশে সতর্কতা থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

পরিশেষে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

তৃতীয় লিঙ্গের ৮ সদস্যসহ ১২০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকটে শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগরে ২৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলার কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী,১ জন শিশু রয়েছেন।

তারা জেলা- যশোর বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন, (৩০) যশোর

দর্শনায় ৩১ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

মেহেরপুরে পৃথক পতাকা বৈঠকে ২২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দিনে দুই দফায় মোট ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল শুক্রবার সকালে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৪ জনকে ফেরত দেওয়ার পর সন্ধ্যায় আরেক দফায় আরও ১৮ জনকে ফেরত দেওয়া হয়। গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের ১৪৭ নম্বর পিলারের কাছে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা বাংলাদেশিরা সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। পরে বিএসএফ তাদের আটক করে। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারিতে রয়েছে বিজিবি।

মুজিবনগরে পতাকা বৈঠকে শিশু-সহ ৪ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে তাদের হস্তান্তর করা হয়। তারা হলেন-চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার শহিদুল্লাহর ছেলে রতন হোসেন (৩৭), রতনের স্ত্রী রাবেয়া আক্তার (৩৪), মেয়ে হাবিবা খাতুন ও ছেলে ইমাম হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) পরিচাললক অধিনায়ক লে: কর্ণেল মো: নাজমুল হাসান জানান, বিজিবির মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাসার মিয়া এবং বিএসএফের কৃশানগর কোম্পানি কমান্ডার ধর্মবীর সিং বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দু’বছর কারাভোগ শেষে তরুনী ফিরলো আপন ঠিকানায়

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি- বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসে কলকাতার তরুনীর দু’বছর কারাভোগ শেষে ফিরলো আপন ঠিকানায়।

প্রেম করে অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকছিল কলকাতা হাওড়ার মেয়ে প্রিয়াংকা নস্কর (১৮)। এরপর সীমান্তে বিজিবি তাকে আটক করে। ঠাঁই হয় কারাগারে। সেখানে ছিল দু’বছর। কারাভোগ শেষে আজ মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দেয়া হয় এই ভারতীয় তরুনীকে।

বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ছেলের সাথে প্রেম হয় প্রিয়াংকার। ওই ছেলের পিসির বাড়ি হাওড়াতে প্রিয়াংকাদের বাড়ির পাশে। সেখান থেকে পরিচয়, তারপর প্রেম। বলেছিল বিয়ের পর নারায়নগঞ্জে গামের্ন্টেসে চাকুরী দেবে তাকে। এরপর ওই ছেলের সাথে বিয়ে করার জন্য বাংলাদেশে ঢুকতে ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে আসে প্রিয়াংকা। দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পার হতে গেলে ধরা পড়ে বিজিবির হাতে। তাকে পুলিশে সোপর্দ করে বিজিবি। আদালতে নেয়া হলে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দু’বছরের জেল হয় প্রিয়াকার। এরপর ২৩ মাস ছিল ঝিনাইদহ কারাগারে।

দর্শনা সীমান্তে প্রিয়াংকা বলেন, ‘সে ভুল করেছে। প্রেম করে বাংলাদেশে যে ছেলের কাছে আসতে গিয়ে ধরা পড়ে, কারাগারে যাওয়ার পর সে কোনদিন খোঁজ নেয়নি। তাকে ভুলে গেছে। জীবন থেকে দু’বছর ঝরে গেল। তার মতো ভুল যেন কোন মেয়ে না করে।’

প্রিয়াংকার বাবা প্রতাব নস্কর ও মা তনুশ্রী নস্কর মেয়ে নিতে এসেছিলেন দর্শনা সীমান্তে। এ সময় মেয়েকে ফিরে পেয়ে বুকে নিয়ে

হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন।

মা তনুশ্রী জানান, দু’বছর মেয়েকে হারিয়ে কত কষ্ট ছিলাম। রাতে ঘুমোতে পারিনি। আমার মেয়ে ভুল করেছে।

প্রিয়াংকার বাবা প্রতাব নস্কর বলেন, ‘মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার কোন খোঁজ পায়নি। ৮ মাস আগে বাংলাদেশ থেকে একজন মোবাইল করে জানায় মেয়ে ঝিনাইদহ কারাগারে আছে। দুটি বছর বাংলাদেশের কারাগারে আমার মেয়ে ভালছিল। আজ দু’দেশের সরকারের মাধ্যমে আজ মেয়েকে ফিরে পেলাম। যারা আমার মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিল আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’

ঝিনাইদহ কারাগারের ডেপুটি জেলার তানিয়া বলেন, ‘প্রিয়াংকা প্রায় দু’বছর আমাদের কারাগারে ছিল। সে ভদ্র মেয়ে। আমরা তাকে যতদুর পারি কারাগারে ভাল রেখেছিলাম। আজ তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি।’

পশ্চিমবঙ্গের এনজিও কর্মী চিত্তরঞ্জন বলেন, ‘মেয়েটির বয়স অল্প। সে ভুল করেছে। এ রকম ভুল যেন কেউ না করে। এ জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রিয়াংকাকে হস্তান্তর করে বিজিবি ও বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন-কাস্টমস ও কারা কর্তৃপক্ষ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিবির আইসিপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ মোস্তফা মিয়া, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিকুর রহমান, ঝিনাইদহ কারাগারের ডেপুটি জেলার তানিয়া, কাস্টমস কর্মকর্তা কাবিল হোসেন, দর্শনা থানার এসআই ফাহিম। ভারতের পক্ষে ছিলেন বিএসএফ গেঁদে ক্যাম্পের এসিসট্যান্ট কমিশনার তাপস্যার, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ সঞ্জিব কুমার বোস, কাস্টমস কর্মকর্তা আরপি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এস আই তন্ময় দাস প্রমুখ।

মেহেরপুর সীমান্তে বিএসএফ

কতৃর্ক কৃষক নির্যাতন, পতাকা বৈঠকে দু:খ প্রকাশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তরক্ষি (বিএসএফ) কতৃর্ক বাংলাদেশী কৃষক নির্যাতনের ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী (বিএসএফ) এর দু:খ প্রকাশ। আগামীতে এ ধরনের অপ্রিতিকর ঘটনা ঘঠবেনা বলেও বিএসএফ’র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কুষ্টিয়া সেক্টরের অধিনায়ক লে. কর্ণেল মোর্শেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। লে, কর্ণেল মোর্শেদ জানান, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তবর্তি মাঠে নিজ জমির মরিচ ক্ষেতে ঘাস কাটার পর বাংলাদেশী কৃষক আলমগীর হোসেন জমির আইলে বসেছিলেন। এসময় ভারতীয় বিএসএফ সদস্য তাকে লাঠি পেটা করে নির্যাতন করে। এঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।

আজ বুধবার (১২জুন) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে আন্তজর্◌াাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৬ ও ১৪৭ এর মাঝে নোম্যান্স ল্যান্ডে ভারতের ফুলবাড়িয়া বিএসএফ ক্যাম্প ও বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কোম্পানী পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে কৃষক নির্যাতনের কড়া প্রতিবাদ জানালে বিএসএফের পক্ষ থেকে স্বীকার করে দু:খ প্রকাশ করেন। আগামীতে এ ধরণের ঘটনার পূনার্বৃতি হবেনা বলেও বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (১১ জুন) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে কাজিপুর গ্রামের ভারতীয় সীমান্তবর্তি মাঠে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৪৬ ও ১৪৭ এর মাঝে নিজ জমির মরিচ ক্ষেতে ঘাস কাটার পর জমির আইলে বসে রেস্ট নিচ্ছিলেন বাংলাদেশী কৃষক আলমগীর হোসেন (৩৬)। আলমগীর হোসেনের পাশেই রয়েছে ভারতের মুরুটিয়া থানার গান্ধিনাপুর গ্রামের আবুল শাহ’র কলা বাগান। হঠাৎ কলা বাগানের ভিতর থেকে ভারতের ফুলবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের দুই সদস্য এসে আলমগীর হোসেনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নির্যাতন করে। কৃষক আলমগীর হোসেন মারা গেছে ভেবে বিজিবি সদস্যরা পালিয়ে যায়। একই মাঠে কাজ করছিলেন কাজিপুর গ্রামের আরেক কৃষক আফাজুল ইসলাম। পরে আফাজুল ইসলাম অন্যান্য কৃষকদের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সীমান্তবর্তি ওই ওয়ার্ডের মেম্বর আজগর আলী বলেন, সৌদি প্রবাস ফেরত আলমগীর হোসেন বিএসএফের নির্যাতনে মারাত্বক আহত হয়েছে। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্বক ক্ষত হয়েছে।

এদিকে বিএসএফ কর্তৃক কৃষককে নির্যাতনের পর ওই মাঠে বাংলাদেশী কৃষকরা কাজ করতে যেতে ভয় পাচ্ছেন বলে জানান স্থানীয় কৃষকরা।

দর্শনায় বিজিবি-বিএস এফের পতাকা বৈঠক, আপন ঠিকানায় ভারতীয় মা ও ছেলে

মোবাইল ফোনে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্দীপের এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিন চব্বিশ পরগনোর বাসিন্দা প্রাণ কৃষ্ণ দাস। এরপর সেই মেয়েকে বিয়ে করতে সে তার মা কাজলী দাসকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধভাবে যশোর বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে আসে। বিয়ে শেষে ফেরার সময় বাঁধে বিপত্তি।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর সীমান্তে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে তাদের পুলিশ সোপর্দ করে। তারপর তাদের ঠাঁই হয় ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে। এরপর সাজা শেষে আজ বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রশন চেকপোস্টর শুন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ভারতে ফেরত পাঠায়।

দর্শনা ইমিগ্রশন চেকপোস্ট ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান জানান, ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টম্বর দালাল চক্রের মাধ্যমে যশোরের পুটখালী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এরপর চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ গিয়ে ছেলের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করায়। বউকে বাংলাদেশে রেখ বিয়ের ১৫ দিন পর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দালালের মাধ্যমে দেশে ফেরার